আজ বিজয়া দশমী, প্রতিমা বিসর্জনে শেষ হচ্ছে দুর্গোৎসব

উৎসবমুখর পরিবেশে মহানবমীর পূজা-অর্চনা শেষে আজ বুধবার (২১ অক্টোবর) বিজয়া দশমী উদযাপন করছেন মেহেরপুরের সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। প্রতিমা বিসর্জন, সিঁদুর খেলা ও নানা ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে শেষ হবে পাঁচ দিনব্যাপী শারদীয় দুর্গোৎসব।

দুর্গাপূজাকে ঘিরে জেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপে ভক্ত-দর্শনার্থীদের উপস্থিতিতে বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ।

গতকাল মঙ্গলবার মহানবমীতে জেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপে দেবীর পূজা, অঞ্জলি প্রদান ও প্রসাদ বিতরণসহ নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। সকাল থেকেই মণ্ডপগুলোতে ভক্তদের আনাগোনা ছিল। পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সঙ্গে প্রতিমা দেখতে আসেন নানা বয়সী মানুষ। আজ বিজয়া দশমীতে দেবী দুর্গাকে বিদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন ভক্তরা। প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এবারের দুর্গোৎসব।

দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে মেহেরপুরের বিভিন্ন মণ্ডপে শিশু- কিশোর, তরুণ-তরুণীসহ নানা বয়সী মানুষের ভিড় দেখা গেছে। প্রতিমা দর্শনের পাশাপাশি অনেকে পরিবারের সদস্য ও বন্ধুদের সঙ্গে উৎসবে অংশ নিচ্ছেন। পূজামণ্ডপগুলোতে ভক্তি, আনন্দ ও সম্প্রীতির পরিবেশ বিরাজ করছে।

পূজা দেখতে আসা সুস্মিতা সাহা বলেন, “প্রতিমা দেখতে এসে খুব ভালো লাগছে। মণ্ডপগুলো সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে পূজার আনন্দ উপভোগ করছি।”

পায়েল বিশ্বাস বলেন, “দুর্গাপূজা আমাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। প্রতিবছরই পূজা দেখতে আসি। সবার মধ্যে আনন্দ-উৎসাহ দেখে খুব ভালো লাগছে।”

অর্পিতা মণ্ডল বলেন, “এবারের পূজার পরিবেশ খুবই সুন্দর। বন্ধুদের সঙ্গে বিভিন্ন মণ্ডপ ঘুরে প্রতিমা দেখছি। কাল বিজয়া দশমী, তাই আনন্দের পাশাপাশি দেবীকে বিদায় জানানোর সময় মনটাও খারাপ হয়ে যাচ্ছে।”

সৌরভ বলেন, “পূজামণ্ডপে পুলিশ ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের দায়িত্ব পালন করতে দেখেছি। নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকায় স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিমা দেখতে পারছি।

দুর্গোৎসব নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণ রাখতে জেলার পূজামণ্ডপগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পুলিশ ও আনসার সদস্যদের পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকার মণ্ডপগুলোতে দায়িত্ব পালন করছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা। মেহেরপুরের বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের তত্ত্বাবধানে মেহেরপুর ও পার্শ্ববর্তী চুয়াডাঙ্গার সীমান্তবর্তী ২৪টি পূজামণ্ডপের নিরাপত্তায় ১২ প্লাটুন বিজিবি সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন।

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার আলী হায়দার চৌধুরী বলেন, “মেহেরপুরের পূজামণ্ডপগুলোয় উৎসবমুখর পরিবেশে দুর্গাপূজা উদযাপন করা হচ্ছে। আমরা বিভিন্ন মণ্ডপ ঘুরে দেখছি এবং কীভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে উৎসবকে আরও আনন্দমুখর করা যায়, সে লক্ষ্যে কাজ করছি।”

এ বছর মেহেরপুরের তিন উপজেলায় মোট ৪৪টি পূজামণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ১৫টি, মুজিবনগর উপজেলায় ৮টি এবং গাংনী উপজেলায় ২১টি মণ্ডপ রয়েছে।

বিজয়া দশমীর আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে আজ শেষ হচ্ছে এবারের শারদীয় দুর্গোৎসব। দেবী দুর্গাকে বিদায় জানাতে মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে প্রস্তুতি। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি উৎসবের এই শেষ দিনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও নিরাপত্তা বজায় রাখার প্রত্যাশা সংশ্লিষ্ট সবার।

মেহেরপুরে দুর্গাপূজা উপলক্ষে

বিএনপির উদ্যোগে শাড়ি বিতরণ

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে মেহেরপুরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ১ হাজার শাড়ি বিতরণ করেছে জেলা বিএনপি। বিএনপির চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপহার হিসেবে এসব শাড়ি বিতরণ করা হয়।

শনিবার (১৭ অক্টোবর) সকাল ১১টার দিকে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে এ শাড়ি বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট শওকত আরা আক্তার উর্মি।

বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট শওকত আরা আক্তার উর্মি বলেন, ধর্মীয় পরিচয় যার যার, তবে রাষ্ট্রের অধিকার সবার সমান। সব ধর্মের মানুষের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। অতীতের মতো ভবিষ্যতেও মানুষের পাশে থাকার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে তিনি বলেন, তারেক রহমান নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নে কাজ করছেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুন বলেন, বাংলাদেশ সব ধর্মের মানুষের দেশ। এখানে প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন ও নিরাপদে বসবাসের অধিকার রয়েছে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার নিরাপত্তা ও ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের মধ্য দিয়েই সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

সভাপতির বক্তব্যে জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, মেহেরপুরে ধর্মীয় সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বজায় রাখতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে জেলার সব মানুষকে সমান মর্যাদা দেওয়া এবং সুখে-দুঃখে একে অপরের পাশে দাঁড়ানোই তাঁদের প্রত্যাশা।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন,

মানুষের কল্যাণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠাই রাজনীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। ধর্মীয় পরিচয় যা-ই হোক, প্রতিটি মানুষের মর্যাদা রক্ষা এবং সবার পাশে দাঁড়ানো গুরুত্বপূর্ণ।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়জ উদ্দিন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, রোমানা আহমেদ এবং গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল করিমসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম।

আলমডাঙ্গায় দুর্গাপূজার নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিশেষ আইনশৃঙ্খলা সভা

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপন এবং পূজামণ্ডপগুলোর সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় বিশেষ আইনশৃঙ্খলাবিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৫ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১২টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদ হলরুমে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপজেলার ৩৯টি দুর্গামন্দিরের পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা অংশ নেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহীনুর আক্তার। প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এটিএম খালিদ হোসেন সিদ্দিকী।

সভায় দুর্গাপূজার সার্বিক নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি

নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সভা শেষে উপজেলার ৩৯টি দুর্গামন্দিরের জন্য পূজার সময়সূচিসংবলিত ব্যানার বিতরণ করা হয়। প্রশাসন ও মন্দির কমিটির পারস্পরিক সহযোগিতায় এবারের শারদীয় দুর্গোৎসব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন সভায় অংশগ্রহণকারীরা।

মেহেরপুরে দুর্গাপূজার প্রস্তুতি পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসক

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্যাপন নিশ্চিত করতে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপের সার্বিক প্রস্তুতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

গতকাল শনিবার তিনি জেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন। এ সময় পূজামণ্ডপগুলোর সার্বিক নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, দর্শনার্থীদের নির্বিঘ্নে যাতায়াত এবং পূজার সার্বিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও আনন্দঘন পরিবেশে উদ্যাপনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশনা দেন। পাশাপাশি পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

দামুড়হুদায় আইনশৃঙ্খলা ও দুর্গাপূজার প্রস্তুতি সভা

দামুড়হুদায় উপজেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা ও শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার বেলা সাড়ে ১২টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার। সভাপতিত্ব করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লাভলী ইয়াসমিন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোনে আসক্তি কমাতে অভিভাবক ও শিক্ষকদের আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা যাতে বিদ্যালয়ে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ করতে না পারে, সে বিষয়ে কঠোরভাবে নজরদারি করতে হবে। এ বিষয়ে অভিভাবকদেরও সচেতন হতে হবে।

তিনি আরও বলেন, দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের একটি অংশের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ কম থাকায় তাদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। যথাযথ তদারকি না করলে শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিতভাবে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় অভিভাবকের মতো, তাই শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে শিক্ষক ও অভিভাবক উভয়কেই সমন্বিতভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। সভায় আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে দামুড়হুদা ও দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জের সঙ্গে কথা বলেন এবং পুলিশ, বিজিবি ও আনসার বাহিনী, গ্রাম পুলিশ সহ প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট সবাইকে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় উপজেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও শৃঙ্খলা এবং আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপনের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. সাজ্জাদ হোসেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. মশিউর রহমান, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ নজরুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি খাজা আবুল হাসনাত,

প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট, জামায়াতে ইসলামীর দামুড়হুদা থানা আমির নায়েব আলী, সেক্রেটারি আবেদ উদ দৌলা টিটন, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, একাডেমিক সুপার ভাইজার রাফিজুল ইসলাম, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, দর্শনা প্রেসক্লাব সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সাইফুন নাহার, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, দামুড়হুদা শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপন কমিটির

সভাপতি সঞ্জয় হালদার, সাধারণ সম্পাদক শোভন দাস, বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় জানানো হয়, দামুড়হুদা উপজেলায় মোট ২২টি পূজামণ্ডপ রয়েছে। এর মধ্যে ২০টি মণ্ডপে এ বছর শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। ইতোমধ্যে সব পূজামণ্ডপে নিরাপত্তার জন্য সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। পূজাকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং নির্বিঘ্নে পূজা উদযাপনে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। সভায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।

মুজিবনগরে দুর্গাপূজার প্রস্তুতিমূলক সভা

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২৬ শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুরের মুজিবনগরে পূজামণ্ডপগুলোর নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপের সার্বিক নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, ভক্ত ও দর্শনার্থীদের নিরাপদ চলাচল এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ

পরিষদ, মণ্ডপ পরিচালনা কমিটি, স্বেচ্ছাসেবক এবং সর্বস্তরের জনগণের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করা হয়।

মেহেরপুরে দুর্গাপূজার প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়ের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাশেদ হোসাইন, মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক সনজিত পাল বাপ্পি, জেলা জাসাসের আহ্বায়ক বাকী বিল্লাহ প্রমুখ।

সভায় জেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা উপস্থিত ছিলেন। আসন্ন দুর্গোৎসব সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদভাবে পালনের লক্ষ্যে সভায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। একই সঙ্গে পূজামণ্ডপগুলোতে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এবার মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় মোট ৪০টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ১৫টি, মুজিবনগর উপজেলায় ৮টি এবং গাংনী উপজেলায় ১৭টি পূজামণ্ডপ রয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার ১৫টি পূজামণ্ডপ হলো শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, শ্রী শ্রী নায়েববাড়ি রাধামাধব মন্দির, শ্রী শ্রী হরি ভক্তি প্রদয়িনী পূজামন্দির, শ্রী শ্রী বকুলতলা পূজামন্দির, শ্রী শ্রী হরিজন বালক পূজামন্দির, গোভীপুর রায়পাড়া দুর্গাপূজা মণ্ডপ, শ্রী শ্রী দাসপাড়া মন্দির, শ্রী শ্রী রাধামাধব মন্দির,

শ্রী শ্রী রাধের শ্যাম মন্দির, শ্রী শ্রী রাম মন্দির, বামনপাড়া সার্বজনীন কালী মন্দির, পিরোজপুর বারোয়ারী দুর্গা মন্দির, পিরোজপুর শ্রী শ্রী কালীমাতা মন্দির, দাসপাড়া শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দির ও কালীগাংনী দাসপাড়া কালী মন্দির।

মুজিবনগর উপজেলার ৮টি পূজামণ্ডপ হলো মহাজনপুর সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, বাবুপুর সর্বদলীয় দুর্গা মন্দির, কোমরপুর সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, মোনাখালী পূজামণ্ডপ, রতনপুর দাসপাড়া পূজামণ্ডপ, বল্লভপুর পূজামণ্ডপ, দারিয়াপুর ও খানপুর শ্রী শ্রী কালীমাতা মন্দির এবং বিশ্বনাথপুর শারদীয় দুর্গা মন্দির।

গাংনী উপজেলার ১৭টি পূজামণ্ডপ হলো গাংনী কেন্দ্রীয় মন্দির, চৌগাছা দাসপাড়া কালী মন্দির, গাড়াডোব দাসপাড়া কালী মন্দির, কচইখালী যোগিন্দা দুর্গা মন্দির, চাঁদপুর দাসপাড়া কালী মন্দির, আমতৈল দাসপাড়া কালী মন্দির, যোলটাকা কর্মকারপাড়া দুর্গা মন্দির, যোলটাকা দাসপাড়া কালী মন্দির, মটমুড়া হালদারপাড়া কালী মন্দির, বাউট দাসপাড়া কালী মন্দির, মোহাম্মদপুর দাসপাড়া কালী মন্দির, বেতবাড়িয়া দাসপাড়া কালী মন্দির, বামুন্দী কোলপাড়া কালী মন্দির, ভোমরদা দাসপাড়া কালী মন্দির, ভোলাডাঙ্গা দাসপাড়া কালী মন্দির, রায়পুর দাসপাড়া কালী মন্দির ও গাংনী কেন্দ্রীয় রাম মন্দির।

দামুড়হুদায় শান্তিপূর্ণভাবে শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপন ও প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন

দামুড়হুদা উপজেলায় শারদীয় দুর্গাপূজা শেষে শান্তিপূর্ণভাবে সবগুলো প্রতিমা বিসর্জন সম্পূর্ণ হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে দুর্গা পূজার শেষের দিন উৎসবমুখর পরিবেশে দেবী দুর্গার প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন হয়। এ বছর উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও দর্শনা পৌরসভা মিলিয়ে মোট ২১টি পূজা মন্ডপে এই ধর্মীয় উৎসব উদযাপিত হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি হুমায়ুন কবির বলেন, প্রতিমা তৈরীর পর থেকেই আমরা সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে আমরা নজরদারিতে রেখেছিলাম যাতে কোথাও কোনো আপত্তিকর ঘটনা না ঘটে। সেই লক্ষ্যে আজ শান্তি শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে হিন্দু ধর্মের মানুষগুলো তাদের প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছে। কোনো আপত্তিকর ঘটনা ছাড়াই দামুড়হুদায় খুব সুন্দর ভাবে ১৩ টি প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছেন।

প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে শেষ হয়েছে দুর্গাপূজা

ঢাকের বাদ্য আর আবীর খেলার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে বিসর্জন হয়েছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা। মহালয়ার মধ্য দিয়ে মণ্ডপে মণ্ডপে এই পূজার উৎসব শুরু হয়েছিল।

বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সকালে বিজয়া দশমীতে বিহিত পূজা ও দর্পণ বিসর্জনের মাধ্যমে সমাপ্তি হলো দুর্গাপূজার। বিকেল থেকে শুরু হয় প্রতিমা বিসর্জন। প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে যেন কোনো বিশৃঙ্খলা বা দুর্ঘটনা না ঘটে, সে জন্য যথাযথ ব্যবস্থা ছিল মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও পুলিশ।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুর শহরের শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, নায়েববাড়ি মন্দির, হরিসভা মন্দির, বকুলতলা পূজা মন্দির, হরিজন বালক পূজা মন্দির, সদর উপজেলার গোভীপুর বায়পাড়া দুর্গা মণ্ডপ, গোভীপুর দাসপাড়া দুর্গা পূজা, বামনপাড়া সর্বজনীন কালী মন্দির, পিরোজপুর দুর্গা মন্দির, পিরোজপুর কালীমাতা দাসপাড়া মন্দির, মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, বাবুপুর সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, কোমরপুর সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, মোনাখালী পূজা মণ্ডপ, রতনপুর দাসপাড়া পূজা মণ্ডপ, বল্লভপুর পূজা মণ্ডপ, এবং দারিয়াপুর পূজা মণ্ডপ মেহেরপুর ভৈরব নদে বিসর্জন দেওয়া হয়। এছাড়াও গাংনীতে কাজলা নদে বিভিন্ন মণ্ডপের

প্রতিমা বিসর্জন করা হয়।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর জেলায় মোট ৩৯টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ১৪টি, গাংনীতে ১৮টি এবং মুজিবনগর উপজেলায় ৭টি মণ্ডপ ছিল।

কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা ছাড়াই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দুর্গাপূজা সম্পন্ন হওয়ায় মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে জেলা বাসী ও জেলা প্রশাসনসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে।

খেলা হচ্ছে না সৌম্যর, দলে ঢুকলেন সাকিব

এবারের দুর্গাপূজার আনন্দটা দ্বিগুণ হয়ে গেছে সৌম্য সরকারের, বাংলাদেশ জাতীয় দলে ফিরেছেন তিনি, সেটা নিজেই ফেসবুকে জানিয়েছিলেন।

যার ফলে অবশ্য একটা শূন্যস্থান তৈরি করে ফেলেছেন তিনি। জাতীয় ক্রিকেট লিগে খুলনার হয়ে খেলছিলেন তিনি। চলতি আসরে আর খুলনার হয়ে খেলা হচ্ছে না তার।

তার জায়গায় অবশ্য ইতোমধ্যেই খেলোয়াড় দলে টেনে ফেলেছে খুলনা। ডাক পেয়েছেন তরুণ ব্যাটার শাহরিয়ার সাকিব।

সাকিব অবশ্য আগে থেকেই খুলনার স্ট্যান্ডবাই ছিলেন। বাংলাদেশ অ-১৯ দলের হয়েও একাধিক ম্যাচ খেলেছেন তিনি।

বয়সভিত্তিক পর্যায়ে নিয়মিত পারফর্ম করা সাকিব সবশেষ ঘরোয়া ক্রিকেট মৌসুমেও খেলেছেন। ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে তিনি শাইনপুকুরের হয়ে খেলেছেন, একটি ফিফটির সঙ্গে দুটো চল্লিশোর্ধ্ব ইনিংস আছে সেখানে।

ওদিকে সৌম্য সরকার অবশ্য ব্যস্ত থাকবেন বাংলাদেশ জাতীয় দলের

হয়ে। টি-টোয়েন্টি সিরিজের পর ওয়ানডে সিরিজের ব্যস্ততা আছে দলের। সেই দলেও থাকছেন তিনি।

সৌম্য সরকারের এই সিরিজে যাওয়া নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। ভিসা মিলছিল না তার। অবশেষে সিরিজ শুরুর ঠিক আগে তিনি যাচ্ছেন আমিরাতে। দ্বিতীয় ম্যাচ থেকে দলে দেখা যেতে পারে তাকে।

সূত্র: যুগান্তর ।